তারিখ ... 06 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৬...

কালের কণ্ঠ

ঢাবি ছাত্রসহ ৭৬ ভাড়াটে পরীক্ষার্থী আটক

কৃষি অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা

৭০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড

বিশেষ প্রতিনিধি ▷

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির এক হাজার ৫৭৮টি শূন্যপদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ছিল গতকাল শুক্রবার। এতে ভাড়াটে হিসেবে পরীক্ষা দিতে গিয়ে আটক হয়েছেন ৭৬ জন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ছাড়াও রাজধানীর কয়েকটি কলেজের ছাত্র এবং চাকরিজীবী রয়েছেন। যাঁদের হয়ে তাঁরা এই অপকর্ম করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের নিকট আত্মীয় নন। চেনাজানা লোক, এলাকার বড় ভাই এবং কোচিং সেন্টারের প্রস্তাব ও প্রলোভনেই ওই ৭৬ জন ভাড়াটে হিসেবে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দেশে সরকারি বিভিন্ন চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় ভাড়াটে বা ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়ার ঘটনা আগেও ঘটেছে। কিন্তু একসঙ্গে ৭৬ জন ধরা পড়ার ঘটনা এই প্রথম।

আটক যুবকদের মধ্যে একজন জানিয়েছেন, একটি কোচিং সেন্টার থেকে তাঁকে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। শর্ত ছিল, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে পাস করিয়ে দিতে পারলে সন্তোষজনক পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে। কয়েকজন জানিয়েছেন, মানবিক কারণে গরিব বেকার যুবকদের চাকরি পেতে সহযোগিতা করতেই তাঁরা পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ জন্য তাঁদের কারাগারে যেতে হবে, এ কথা ভাবনায় আসেনি তাঁদের।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে আটক যুবকদের জড়ো করা হলে তাঁদের অনেকেই কাঁদতে থাকেন। ৭৬ জনের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৭০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানোর জন্য পুলিশের কাছে তুলে দেন। আর ছয়জনের অপরাধ নিবিড়ভাবে তদন্তের জন্য তাঁদের শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৫

ঢাবি ছাত্রসহ —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শাহবাগ থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক গতকাল সন্ধ্যায় বলেন, 'ওই ছয়জনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একই অপরাধে আলাদা মামলা করবে বলে আমাদের জানানো হয়েছে।' কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান কালের কণ্ঠকে জানান, গতকাল ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের ২৮টি কেন্দ্রে নিয়োগ পরীক্ষা হয়। ১১টি ক্যাটাগরির এক হাজার ৫৭৮টি পদের বিপরীতে আবেদনকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার ৯৬৫। এ পরীক্ষার সময় সব কেন্দ্রের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ তদারকি দল দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন অথবা জালিয়াতির জন্য তাৎক্ষণিক দণ্ড দিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতকে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আরো বলেন, 'ভবিষ্যতে এ ধরনের নিয়োগ পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে এসব ভুয়া পরীক্ষার্থীকে শাস্তির আওতায় আনার বিষয়টি সহায়ক হবে বলে আমাদের ধারণা।' একই কথা বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদ। এর আগে গত ডিসেম্বরে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ার অভিযোগ ওঠে খোদ কমিশনের দ্বিতীয় শ্রেণির এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তিনি ওই পদে পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্রের ছবি বদল করে ভুয়া সিল মেরে নতুন প্রবেশপত্র তৈরি করে দেন, আর পরীক্ষা দেন আরেকজন। তাৎক্ষণিকভাবে ভুয়া পরীক্ষার্থী মো. খায়রুল হাসান খানকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে জেলহাজতে পাঠান ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গত অক্টোবরে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সুপারভাইজার পদে নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে চার ভুয়া পরীক্ষার্থীসহ ওই চক্রের আটজনকে আটক করা হয়। চার ভুয়া পরীক্ষার্থীই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী।